দৈনিক ইত্তেফাক

12 OCT 1987
তারিখ 12 OCT 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

6

টেক্সট বুক বোর্ডের সহিত গ্রন্থ রচয়িতাদের বিরোধ

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

দেশের বৃহত্তম প্রকাশনা সংস্থা সরকারী টেক্সট,বুক বোর্ডের গ্রন্থস্বত্ব ক্রয়ের চুক্তিপত্র দেশের প্রচলিত কপিরাইট আইনের পরিপন্থী। কপিরাইট অফিস এ অভিমত প্রকাশ করিয়াছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড ৭ অনুচ্ছেদের একটি চুক্তিপত্রে গ্রন্থ প্রণেতাদের স্বাক্ষর গ্রহণ করে। উহাতে পুস্তকের স্বত্ব গ্রহণের মেয়াদকাল বর্ণিত নাই। কত কপি প্রথম মুদ্রণ, পুনর্মুদ্রণ ও সংস্করণ করা হইবে, উহাও চুক্তিতে বর্ণিত থাকে না। সম্মানীর হার সুনির্দিষ্ট না করিয়া এককালীনভাবে সাব্যস্ত অর্থ কিস্তিতে লেখকদের দেওয়া হয়। চুক্তিপত্রে লেখকদের লিখিয়া দিতে হয় যে,

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

টেক্সট [illegible]ক বোর্ড

(১ম [illegible] পর)

পুস্তকে ত্রুটি, ভ্রান্তি, গলদ থাকিলে উহার ক্ষতিপূরণের দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণ লেখকের। লেখকদের আরও অঙ্গীকার করিতে হয় যে, বোর্ড কর্তৃপক্ষ সাব্যস্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আদালত বা আইনের শরণাপন্ন হওয়া চলিবে না।

বাংলাদেশ বিশ্বজনীন কপিরাইট সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসাবে সরকারী কিংবা বেসরকারী সকল ক্ষেত্রে গ্রন্থস্বত্বের মত রচয়িতার অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্রীয়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সরকারী খাতের বৃহত্তম এই প্রকাশনা সংস্থার চুক্তিনামাটি ১৯৬৭-এর কপিরাইট বিধি ও ১৯৭৮-এর সংশোধনী অনুসারে রচিত না হওয়ায় কপিরাইট অফিস বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছে।

কারিকুলাম ও টেক্সট বুক বোর্ড এককে বৎসর পুস্তক বিক্রি, বেসরকারী প্রকাশনা সংস্থার নিকট হইতে রয়্যালটি, অন্যান্য আয় মিলাইয়া ৯ হইতে ১০কোটি টাকা উপার্জন করে। প্রতি বৎসর সমুদয় খরচ বহনের পরও সংস্থার উদ্বৃত্ত বা মুনাফা দাঁড়ায় ৪ হইতে ৫ কোটি টাকা। শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠ্যক্রম প্রণয়ন ও পুস্তক কারবারের রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া অধিকার লইয়া সংস্থাটি অতি লাভজনক মনোপলি।

সম্প্রতি লেখকদের সহিত বোর্ডের কিছু কিছু বিরোধ ও বিতর্ক শুরু হইয়াছে। কোন কোন ঘটনা ইউনেস্কোর সংশ্লিষ্ট অফিসকেও অবহিত করা হইয়াছে। জানা গিয়াছে, মাধ্যমিক স্তরের যে পুস্তক ৬ লক্ষ ছাপা হয় বলিয়া প্রকাশকেরা মনে করে, সে সব পুস্তক মাত্র ২ লক্ষ ছাপা হয় বলিয়া বোর্ড লেখকদের জানাইয়াছে। এসব পুস্তকে বেসরকারী প্রকাশকেরা বোর্ডকে লিখিত মূল্যের উপর শতকরা ৮ ভাগ রয়্যালটি প্রদান করে। বেসরকারী খাত যে পুস্তকের রয়্যালটি বাবদ বোর্ডকে আড়াই লক্ষ টাকা দেয়, বোর্ডের নিজের হিসাবেও যখন বেসরকারী খাত হইতে এ পুস্তকে বোর্ডের রয়্যালটি আদায় লক্ষ টাকার মত, তখন লেখককে পৃষ্ঠাপ্রতি একশত/সোয়াশত টাকা সম্মানী দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত পুস্তকের জন্যও লেখকরা দশ বারো হাজার টাকা মাত্র পান। গ্রন্থস্বত্ব ক্রয় করিয়া পুনর্বিক্রয়ের এই ব্যবস্থা কপি রাইট আইনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে। গৃহীত পুস্তকে দৃষ্টিভঙ্গি, উপস্থাপনা ভঙ্গি, বক্তব্য ও উদাহরণ লেখকদের না জানাইয়া বদলাইয়া দেওয়া হইতেছে।

কপি রাইট আইনের ৬২ ধারায় সুস্পষ্ট বলা আছে: লেখক প্রকাশনা স্বত্ব সম্পূর্ণ বেচিয়া [illegible]দিলেও প্রণীত পুস্তকের বা [illegible]কর্মের যে কোন পরিবর্তন [illegible]তাঁহাদের অমতে করা যাইবে না।

প্রতিযো[illegible]তার সময় বোর্ডে অসংখ্য [illegible]ণ্ডুলিপি জমা পড়ে। এসবের [illegible] উপর গ্রন্থকারদের অধিকার আর [illegible] থাকে না। কপি রাইট আ[illegible]ইনে ড: এনামুল হকের গৃহীত [illegible]সংশোধনীতে বলা হইয়াছে: তিন বৎসর অপ্রকাশিত থাকিলে স্বত্ব সমেত পাণ্ডুলিপি গ্রন্থকার ফেরত পাইবেন।

বিতর্কিত পুস্তকাদি সম্পর্কে বোর্ড অবশ্য জানায়, পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষই কেবল তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য পাণ্ডুলিপি মিলাইয়া তাঁহারা বোর্ডের বই, তৈরী করিয়া নেন। বোর্ড নিজে প্রকাশক হইলেও অনেক বই প্রাইভেট প্রকাশকদের মাধ্যমে মুদ্রণ ও বিক্রয় করাইয়া থাকে। বই কত বছর ছাপা হইবে, না হইবে, তাহা শিক্ষাক্রমের দ্বারা নির্ধারিত। মাধ্যমিক স্তরের পুস্তক প্রথমে দুই-আড়াই লক্ষ ছাপা হইলেও পরে উহার মুদ্রণ কমিয়া যায়।

বোর্ডের মত বেসরকারী প্রকাশকেরাও অনেকে লেখকদের সহিত এধরনের একতরফা চুক্তি সম্পাদন করিতেছে। কপি রাইট অফিস কপি রাইট আইনের ৯, ১৪ ও ১৭ ধারার প্রতি এ সকল মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এসব ধারায় বলা হইয়াছে, ৭৮-এর সংশোধিত অধ্যাদেশ অনুসরণ বাধ্যতামূলক। লেখক-প্রকাশক বিনাওজরে চুক্তিতে আবদ্ধ থাকিলে অবশ্য আইনে কিছু করিবার নাই। কপি রাইটের স্বত্ব গ্রহণ ও প্রদান উভয় ক্ষেত্রে পাণ্ডুলিপি এ আইনের আওতায় রেজিষ্ট্রেশন করাইয়া নেওয়া আবশ্যক। বোর্ডের লেখকরা দুই-একটি ক্ষেত্র ছাড়া তাহাদের পাণ্ডুলিপি রেজিষ্ট্রি করেন নাই।

প্রকশাকেরা লেখকদের এসকল দুর্বলতার সুযোগ সদ্ব্যবহার করিতেছে। বিতর্ক উত্থাপন করিলে বোর্ড সংশ্লিষ্ট নির্বাচিত লেখকের পুস্তক সম্পূর্ণ বাদ দিবার কথা শুনাইয়া পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখে।